225

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 24 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করা হউক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষক নিয়োগের কোন নিয়মনীতি নাই। আর এই সুযোগে শিক্ষাবোর্ডের একশ্রেণীর অসৎ কর্মচারী বাংলা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষককে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজির পরীক্ষক নিয়োগ করতঃ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে। ডিগ্রী পাস পর্যায়ে এসব পরীক্ষকের কাহারো সাধারণ ইংরেজি বিষয় ছিল না। অনেকে আছেন অনার্স পাস; কিন্তু তাঁহারা সাধারণ ইংরেজি বিষয় পড়েন নাই। ৬০ বৎসর পূর্তির পর বর্ধিত সময়ে একমাত্র ইংরেজির পরীক্ষক ও শিক্ষক সরকারী অনুদান ৮০% পান বলিয়া বোর্ডের কর্মচারীকে উৎকোচ দিয়া ও প্রধান শিক্ষককে বাধ্য করিয়া অনেকে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষক হন। কিন্তু পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখান অন্য লোককে দিয়া। এ কারণে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকা আবশ্যক। আর সেই নিয়মনীতির মধ্যে ডিগ্রী অথবা অনার্স পরীক্ষায় সাধারণ ইংরেজি বিষয়টি থাকা বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে এবং সেইসাথে ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষক হওয়ার জন্য আবেদনকারীকে ডিগ্রী পাস অথবা অনার্স পাসের মার্কসীট আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ একটি শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরও একটি অনিয়ম বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে চালু রহিয়াছে। তাহা হইল ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ আরও ৫ বৎসর চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করেন। অথচ ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। বর্তমানে ৮০% দেওয়া হইতেছে এবং ১০০% দিবার জন্য সরকার নীতিগতভাবে সম্মত। তাহাছাড়া বেসরকারী শিক্ষকগণকে কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে টাকা প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে অনেক বিএ,এমএ, পাস ছেলেমেয়ে বেকার। কোন চাকুরীর ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ ৬০ বৎসরের পর আর বর্ধিত করা উচিত নয় বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুইটি পদোন্নতির স্তর রহিয়াছে। একটি সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অপরটি প্রধান শিক্ষক। ৬০ হইতে ৬৫ বৎসর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইলেও অনেক যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষকের জীবনে পদোন্নতি জোটে না। এমতাবস্থায়, ইংরেজির পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও সেইসাথে ৬০ বৎসর পর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি বন্ধ করার বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আহমদ আলী,
১৬/৩, কান্দিরপাড়,
কুমিল্লা।।